২০-১০-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

***প্রশ্নঃ -** সঙ্গম যুগে বাবা কোন্ ইউনিভার্সিটি খোলেন, যা সম্পূর্ণ কল্পে হয় না ?*

***উত্তরঃ -** রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য আধ্যাত্মিক পাঠের গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি বা কলেজ এই সঙ্গম যুগে বাবাই খোলেন । এই ইউনিভার্সিটি সম্পূর্ণ কল্পে আর হয় না । এই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তোমরা ডবল মুকুটধারী রাজার রাজা তৈরী হও ।*

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চাদের সবার প্রথমে বাবা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা এখানে এসে যখন বসো, তখন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো কি ? কেননা এখানে তোমাদের কোনো ব্যবসা, মিত্র - সম্বন্ধী আদি নেই । তোমরা এখানে এই চিন্তা করে আসো যে, আমরা অসীম জগতের পিতার সঙ্গে মিলিত হতে যাই । একথা কে বলে ? আত্মা শরীর দ্বারা বলে । পারলৌকিক বাবা এই শরীর আধার হিসাবে নিয়েছেন, এই শরীরের দ্বারা তিনি বোঝান । অসীম জগতের বাবা এসে যে শেখান, এ একবারই হয় । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে । প্রত্যেকেরই তরী এখন ডুবে আছে, যে যতো পুরুষার্থ করবে, ততই তার তরী পার হবে । এমন গাওয়া হয় তো - হে মাঝি, আমার তরী পারে নিয়ে যাও । বাস্তবে প্রত্যেককেই নিজের পুরুষার্থের দ্বারাই পারে যেতে হবে । সাঁতার যেমন শেখানো হয়, শিখে গেলে নিজেই সাঁতার কাটতে পারে । ওসব হলো জাগতিক কথা । এসব হলো আধ্যাত্মিক কথা । তোমরা জানো যে, আত্মা এখন নোংরার আবর্জনাতে আটকে গেছে । এর উপর হরিণেরও উদাহরণ দেওয়া হয় । মনে করে যে জল, কিন্তু সে হলো আবর্জনা, তাতে আটকে পড়ে । কখনো - কখনো স্টিমার, মোটর ইত্যাদিও কোনো আবর্জনাতে আটকে যায় । তারপর সেগুলোকে উদ্ধার করতে হয় । সেসব হলো উদ্ধারকারী সেনাদল । তোমরা হলে আধ্যাত্মিক সেনা । তোমরা জানো যে, সকলেই মায়ার জলাবদ্ধতায় আটকে আছে, একে মায়ার জলাবদ্ধতা বলা হয় । বাবা এসে বোঝান - এখান থেকে তোমরা কিভাবে বেরোতে পারো । ওরা তো উদ্ধার করে, ওখানে মানুষের সাহায্য চাই । এখানে তো আত্মা গিয়ে জলাবদ্ধতায় আটকে আছে । বাবা পথ বলে দেন যে, এখান থেকে তোমরা কিভাবে বেরোতে পারো । তখন অন্যদেরও পথ বলে দিতে পারো । নিজেকে এবং অন্যদেরও পথ বলে দিতে হবে যে, তোমাদের তরী এই বিষয় সাগর থেকে কিভাবে ক্ষীর সাগরে যাবে । সত্যযুগকে বলা হয় ক্ষীর সাগর অর্থাৎ সুখের সাগর । এ হলো দুঃখের সাগর । রাবণ তোমাদের দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে দেয় । বাবা এসেই সুখের সাগরে নিয়ে যান । তোমাদের বলা হয় আধ্যাত্মিক উদ্ধারকারী সেনা । তোমরা শ্রীমতে চলে সবাইকে পথ বলে দাও । তোমরা প্রত্যেককে বুঝিয়ে বলো - তোমাদের দুজন বাবা আছেন, এক হলো জাগতিক আর এক অসীম জগতের । লৌকিক বাবা থাকা সত্ত্বেও সকলেই পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে, কিন্তু তাঁকে কিছুই জানে না । বাবা কোনো গ্লানি করেন না, কিন্তু তিনি ড্রামার রহস্য বুঝিয়ে বলেন । তিনি এও বোঝানোর জন্য বলেন যে, এই সময় সমস্ত মানুষ পাঁচ বিকার রূপী পাঁকে আটকে থাকা আসুরী সম্প্রদায় । দৈবী সম্প্রদায়দের আসুরী সম্প্রদায় নমন করে, কেননা তারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী । সন্ন্যাসীদেরও নমন করে, কেননা তাঁরাও ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায় । তাঁরাও পবিত্র থাকে । ওই সন্ন্যাসী আর দেবতাদের মধ্যে রাতদিনের ফারাক । দেবতাদের জন্মই তো যোগবলের দ্বারা হয় । এই কথা কেউই জানে না । সকলেই বলে, ঈশ্বরের গতি - মতি পৃথক, ঈশ্বরের অন্ত পাওয়া যায় না । কেবল ঈশ্বর বা ভগবান বললে এতো প্রেম আসে না । সবথেকে সুন্দর অক্ষর হলো - বাবা । মানুষ অসীম জগতের পিতাকে জানে না, তাই যেন তারা অনাথ ।

ম্যাগাজিনেও বের হয়েছে - মানুষ কি বলে আর ভগবান কি বলে । বাবা কোনো গালি দেন না, তিনি বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, কেননা বাবা তো সকলকেই জানেন । তিনি বোঝানোর জন্য বলেন - এর মধ্যে আসুরী গুণ আছে, নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করতে থাকে । এখানে তো লড়াই করার কোনো দরকার নেই । ওরা হলো কৌরব অর্থাৎ আসুরী সম্প্রদায় । এরা হলো দৈবী সম্প্রদায় । বাবা বোঝান যে - মানুষ মানুষকে মুক্তি বা জীবনমুক্তি দানের জন্য রাজযোগ শেখাবে, এ তো হতে পারে না । এই সময় বাবাই তোমাদের আত্মাদের শেখাচ্ছেন । দেহ - অভিমান আর দেহী - অভিমানীদের মধ্যে কতো তফাৎ দেখো । দেহ অভিমানে তোমরা নেমে এসেছো । বাবা একবারই এসে তোমাদের দেহী অভিমানী বানান । এমন নয় যে তোমাদের সত্যযুগে দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে না । ওখানে এমন জ্ঞান থাকে না যে, আমি আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । এই জ্ঞান এখনই তোমরা পাও, যা প্রায় লোপ হয়ে যায় । তোমরাই শ্রীমতে চলে প্রালব্ধ অর্জন করো ।

বাবা রাজযোগ শেখাতেই আসেন । এই পড়া আর কোথাও থাকে না । ডবল মুকুটধারী রাজা সত্যযুগে হয় । এরপর এক মুকুটধারী রাজারাও থাকে, এখন আর সেই রাজত্বও নেই,এখন প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব । বাচ্চারা, তোমরা এখন রাজত্ব পাওয়ার জন্য পড়ো, একে গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি বলা হয় । তোমাদের নামও লেখা আছে । ওরা যদিও নাম রেখে দিয়েছে - গীতা পাঠশালা । এখানে কে পড়ান ? ওরা কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ বলে দেবে । এখন কৃষ্ণ তো আর পড়াতে পারেন না । কৃষ্ণ তো নিজেই পাঠশালাতে পড়তে যান । প্রিন্স - প্রিন্সেস কেমন স্কুলে যায়, সেখানকার ভাষাই আলাদা । এমনও নয় যে, সংস্কৃততে গীতা গাওয়া হয়েছে । এখানে তো অনেক ভাষা । যে যেখানকার রাজা হয়, সে তার নিজের ভাষা চালায় । সংস্কৃত ভাষা কোনো রাজাদের ভাষা নয় । বাবা কোনো সংস্কৃত শেখান না । বাবা তো সত্যযুগের জন্য রাজযোগ শেখান ।

বাবা বলেন যে, কাম হলো মহাশত্রু, একে জয় করো । তিনি প্রতিজ্ঞা করান, এখানে যেই আসে প্রতিজ্ঞা করানো হয় । কামকে জয় করলে তোমরা জগৎজিৎ হতে পারবে । এই হলো মুখ্য বিকার । এই হিংসা দ্বাপর যুগ থেকে চলে আসছে, যার ফলে বাম মার্গ শুরু হয়েছে । দেবতারা কিভাবে বাম মার্গে যান, তারও মন্দির আছে । সেখানে অনেক ছিঃ ছিঃ চিত্র বানানো হয়েছে । বাকি বাম মার্গে কবে গিয়েছে, তার তিথি - তারিখ তো নেই । একথা সিদ্ধ হয় যে, কাম চিতাতে বসলে কালো হয়ে যায় এবং নাম - রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাই না । কাম চিতাতে বসলে লৌহ যুগের হয়ে যায় । এখন তো পাঁচ তত্বও তমোপ্রধান, তাই শরীরও এমনই তমোপ্রধান হয় । জন্ম থেকেই কেউ কেমন, কেউ আবার অন্যরকম হয়ে যায় । ওখানে তো একদম সুন্দর শরীর হয় । এখন তমোপ্রধান হওয়ার কারণে শরীরও এমনই । মনুষ্য ঈশ্বর - প্রভু আদি ভিন্ন - ভিন্ন নামে স্মরণ করে, কিন্তু সেই বেচারারা জানেই না । আত্মা তার বাবাকে স্মরণ করে - হে বাবা, তুমি এসে শান্তি দাও । এখানে তো কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে অভিনয় করে, তাহলে শান্তি কিভাবে মিলবে ? বিশ্বতে যখন লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো তখন শান্তি ছিলো, কিন্তু কল্পের আয়ু লাখ বছর বলে দিয়েছে, তাহলে মানুষ বেচারা কিভাবে বুঝবে ?

যখন দেবতাদের রাজত্ব ছিলো তখন এক রাজ্য, এক ধর্ম ছিলো, আর কোনো খণ্ডে এমন বলবে না যে, এক ধর্ম, এক রাজ্য হোক । এখানে আত্মারা চায় যে, এক রাজ্য হোক । তোমাদের আত্মারা জানে যে, এখন আমরা এক রাজ্য স্থাপন করছি । ওখানে সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক আমরাই থাকবো । বাবা আমাদের সবকিছুই দিয়ে দেন । কেউই আমাদের কাছ থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে পারে না । আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হয়ে যাই । এই বিশ্বে কোনো সূক্ষ্মবতন, মূলবতন থাকে না । এই সৃষ্টির চক্র এখানেই ঘুরতে থাকে । একে বাবা, যিনি রচয়িতা, তিনিই জানেন । এমনও নয় যে, তিনি এই রচনাকে সৃষ্টি করেন । বাবা সঙ্গম যুগেই আসেন পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়া বানাতে । বাবা দূর দেশ থেকে এসেছেন, তোমরা জানো যে, আমাদের জন্য এখন নতুন দুনিয়া তৈরী হচ্ছে । বাবা এখন আমাদের আত্মাদের শৃঙ্গার করাচ্ছেন । এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরেরও শৃঙ্গার হয়ে যাবে । আত্মা পবিত্র হলে তখন শরীরও সতোপ্রধান পাওয়া যাবে । সতোপ্রধান তত্বের দ্বারা শরীর তৈরী হবে । এনার তো সতোপ্রধান শরীর, তাই স্বাভাবিক সৌন্দর্য বজায় থাকে । এমন মহিমাও আছে যে, ধর্মই হলো শক্তি । এখন এই শক্তি কোথা থেকে পাওয়া যাবে ? একই দেবী - দেবতার ধর্ম, যার থেকে শক্তি পাওয়া যায় । এই দেবতারাই সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হন, আর কেউই বিশ্বের মালিক হয় না । তোমরা কতো শক্তি পাও । এমন লেখাও আছে যে, আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা করেন । দুনিয়াতে এই কথা কেউ জানেই না । বাবা বলেন যে, আমি ব্রাহ্মণ কুল স্থাপন করি, তারপর তাদের সূর্যবংশী রাজত্বে নিয়ে যাই । যারা খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করে, তারা পাস করে সূর্যবংশীতে যায় । এ সবই হলো জ্ঞানের কথা । ওরা আবার স্থূল ভাবে বাণ, হাতিয়ার ইত্যাদি দেখিয়ে দিয়েছে । বাণ চালানোও শেখে । ছোটো বাচ্চাদেরও বন্দুক চালানো শেখানো হয় । তোমাদের আবার হলো যোগ বাণ । বাবা বলেন যে, আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । হিংসার কোনো কথা নেই । তোমাদের পড়াও হলো গুপ্ত । তোমরা হলে আধ্যাত্মিক, আত্মারূপী উদ্ধারকারী সেনা । তোমরা সম্পূর্ণ দুনিয়াকে উদ্ধার করো । সকলের তরীই এখন ডুবে আছে । বাকি সোনার লঙ্কা কোথাও নেই । এমন নয় যে, সোনার দ্বারকা নীচে চলে গেছে, তা আবার বের হয়ে আসবে । তা নয়, দ্বারকাতেই এনার রাজ্য ছিলো কিন্তু তা সত্যযুগে ছিলো । সত্যযুগে রাজাদের পোশাক আলাদা হয়, আবার ত্রেতাতে আলাদা । ভিন্ন - ভিন্ন পোশাক, ভিন্ন - ভিন্ন নিয়ম - কানুন হয় । প্রত্যেক রাজার নিয়ম - কানুন আলাদা - আলাদা, সত্যযুগের নাম নিলেই মন খুশী হয়ে যায় । বলেই থাকে স্বর্গ বা প্যারাডাইস, কিন্তু মানুষ কিছুই জানে না । মুখ্য তো হলো এই দিলওয়ারা মন্দির । এ হলো হুবহু তোমাদের স্মরণ । মডেলস তো সবসময় ছোটো বানানো হয়, তাই না । এ হলো সম্পূর্ণ সঠিক মডেলস । শিববাবাও আছেন, আদি দেবও আছেন, উপরে বৈকুন্ঠ দেখানো হয়েছে । শিববাবা থাকলে অবশ্যই তাঁর রথও থাকবে । আদি দেব বসে আছেন, এও কেউ জানে না । ইনি হলেন শিববাবার রথ । মহাবীররাই রাজত্ব প্রাপ্ত করে । আত্মাতে কিভাবে শক্তি আসে, এও তোমরা এখনই বুঝতে পারো ।

তোমরা প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আত্মা মনে করো । আমরা আত্মারা যখন সতোপ্রধান ছিলাম তখন পবিত্র ছিলাম । শান্তিধাম এবং সুখধামে অবশ্যই পবিত্র থাকবে । এখন বুদ্ধিতে আসে যে, এ কতো সহজ কথা । সত্যযুগে ভারত পবিত্র ছিলো । ওখানে অপবিত্র আত্মারা থাকতে পারে না । এতো সব পতিত আত্মারা উপরে কিভাবে যাবে ? অবশ্যই পবিত্র হয়ে যাবে । আগুন লেগে যাবে তখন সকল আত্মারা চলে যাবে । বাকি শরীর এখানে থেকে যায় । এমন সব নিদর্শনও আছে । হোলিকার অর্থ কেউ জানেই না । সমস্ত দুনিয়া এতে স্বাহা হয়ে যাবে । এ হলো জ্ঞান যজ্ঞ । জ্ঞান অক্ষর বের করে বাকি রুদ্র যজ্ঞ বলে দেয় । বাস্তবে এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । এই যজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারাই রচিত হয় । প্রকৃত ব্রাহ্মণ হলে তোমরাই । সকলেই তো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, তাই না । ব্রহ্মার দ্বারাই মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করা হয় । ব্রহ্মাকেই গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়, এই কল্পবৃক্ষের তো ঝাড় হয়, তাই না । যেমন আলাদা - আলাদা প্রজন্মের ঝাড় রাখা আছে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, মূলবতনে নিয়ম অনুযায়ী আত্মাদের ঝাড় আছে । প্রথমে শিববাবা, তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর, তারপর লক্ষ্মী - নারায়ণ আদি, তারপর মনুষ্যদের সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) আত্মারূপী উদ্ধারকারী সেনা হয়ে নিজেকে এবং সকলকে সঠিক পথ বলে দিতে হবে । সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বিষয় সাগর থেকে উদ্ধার করার জন্য বাবার সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হতে হবে ।

২) জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা পবিত্র হয়ে শরীরের নয়, আত্মার শৃঙ্গার করতে হবে । আত্মা পবিত্র হলে শরীরের শৃঙ্গার শীঘ্রই হয়ে যাবে ।

বরদানঃ- মন - বুদ্ধিকে মনমত থেকে ফ্রি করে সূক্ষ্মবতনের অনুভব করে ডবল লাইট ভব*

কেবলমাত্র সঙ্কল্প শক্তি অর্থাৎ মন এবং বুদ্ধিকে সদা মনমত থেকে মুক্ত রাখো তাহলে এখানে থেকেও বতনের সমস্ত দৃশ্য এমন স্পষ্ট অনুভব করবে, দুনিয়াতে যে কোনো দৃশ্য যেমন স্পষ্ট দেখা যায় । এই অনুভবের জন্য নিজের উপর কোনো বোঝা রেখো না, সমস্ত ভার বাবাকে অর্পণ করে ডবল লাইট হও । মন - বুদ্ধির দ্বারা সদা শুদ্ধ সঙ্কল্পের ভোজন করো । কখনোই যদি ব্যর্থ সঙ্কল্প বা বিকল্পের অশুদ্ধ ভোজন না করো তাহলে ভার থেকে হালকা হয়ে উচ্চ স্থিতির অনুভব করতে পারবে ।

স্লোগানঃ- ব্যর্থকে ফুল স্টপ দাও আর শুভ ভাবনার স্টক জমা করো ।*